গাংনী বামুন্দীতে সিএসএস’র ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

গাংনীর বামুন্দী সিএসএস (খ্রীস্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটি) এনজিও’র স্থাপিত প্রয়াত রেভারেন্ড পল মুন্সীর স্মরণে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বামুন্দী-নিশিপুর স্কুল ও কলেজ ক্যাম্পাসে এ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বামন্দী সিএসএস-মাইক্রোফাইন্যন্স প্রোগ্রাম, কুষ্টিয়া জোনের মেহেরপুর অঞ্চলের বামন্দীতে অনুষ্ঠিত এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে মা ও শিশু স্বাস্হ্যসেবা প্রদান করা হয়।

উপকারভোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়। ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন ডা: মো: নূর হোসেন ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর রিজিওনাল ম্যানেজার মো: আনিসুর রহমান। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মি. সজীব দেউরী, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মি.মিনারুল গোলদার ও মনোরঞ্জন মন্ডল, সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন এবিএম মো: আলামিন বিশ্বাসসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

আয়োজকেরা জানান, প্রয়াত রেভারেন্ড পল মুন্সীর সমাজকল্যাণমূলক কাজকে সম্মান জানিয়ে প্রতি বছর এই ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেত থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা

হয়েছে।

ভারত থেকে আসা এসব অস্ত্র গুলি গন্তব্যে পৌঁছুনোর আগেই তা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সেনাবাহিনী। আজ রবিবার ভোরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গাংনী ক্যাম্পের এক বিশেষ অভিযানে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

সেনাবাহিনীর অভিযান সুত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অস্ত্র ও গুলি পাচার করে এনে তা গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাচারকারীরা অস্ত্র ও গুলি সিন্দুরকোটা গ্রামের একটি ভুট্টা ক্ষেতে ফেলে রাখে। সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা তৎপরতায় অস্ত্রের গন্তব্যে ও সম্ভাব্য অভিযান নিয়ে ছক করা হয়।

গাংনী সেনাবাহিনী ক্যাম্পের মেজর আহমেদ ফজলে রাব্বি নিলয় ও ক্যাপ্টেন মোল্লা রিফাত রায়হান পৃথক দুটি দল নিয়ে ভোরে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় একটি ব্যাগের মধ্যে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় একটি ওয়ান সুটারগান, একটি বিদেশী পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন এবং ২ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গুলি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ আটক হয়নি।

“ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন”

জামায়াতে ইসলামী এদেশে ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। সেজন্য দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট এবং দোয়া চাই। গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামে গণসংযোগকালে এ আবেদন জানান, জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা।

গতকাল বিকালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনিত প্রার্থী নামজুল হুদা ও জাতীয়

নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় যুগ্ম সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী গণসংযোগকালে এই আবেদন জানান। এসময় গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, এনসিপির জেলা সংগঠক ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সাবেক সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলামসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নাজমুল হুদা বলেন, আমরা ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক একটি মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যেখানে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব সবাই একসাথে বাস করতে পারেন। সাধারণ মানুষ অফিস আদালতে কোনো হয়রানি ও ঘুষ বিহীন তাঁদের সেবা পাবে। সমাজ থেকে ঘুষ দূর্নীতি ও মাদক বন্ধ হবে।

এসময় এনসিপির কেন্দ্রিয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ বলেন, নতুন বাংলাদেশ গড়তে এবং ঘুষ দূর্নীতি চিরতরে উৎখাত করতে ১২ তারিখের নির্বাচনে গণতন্ত্রের পক্ষে হ্যাঁ ভোট দিন। তিনি বলেন, গণভোটে হ্যাঁ মানে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সংস্কার ও নতুন সংবিধানের পক্ষে, হ্যাঁ মানে অধিকার নিশ্চিত, হ্যাঁ মানে জুলাই শহীদদের রেখে আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন, হ্যাঁ মানে ১৯৭১, ১৯৫২ আর ১৯৪৭ এর অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া।

গাংনীতে অবাধে চলছে কৃষি জমির মাটি কাটার মহোৎসব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে এক্সকাভেটর (ভেকু) মেশিন ব্যবহার করে আবাদি ফসলি জমির মাটি কাটার মহোৎসব চলছে। ‎দিনের আলোতে ও রাতের আঁধারে নির্বিঘ্নে চললেও বিষয়টি দেখেও যেন নির্বিকার উপজেলা প্রশাসন।

‎অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের আব্দুল ওহাব নামের এক কৃষক গ্রামে প্রবেশপথের মেইন সড়কের পাশে আবাদি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছেন।

‎‎একইভাবে ইকুড়ি গ্রামের প্রধান সড়কের পাশে ড্যাঙ্গার মাঠে খেপু ও ফারুক নামের দুই ব্যক্তি আওয়ামী লীগের দলীয় ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইটভাটাসহ বিভিন্ন স্থানে মাটি বিক্রি করে আসছেন।

‎‎এছাড়াও উপজেলার দুর্লভপুর, নলডাঙা, মালশাদহ, গোপালনগর মাঠসহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধভাবে মাটি কাটা চলছে। কেউ দিনে প্রকাশ্যে, আবার অনেকে রাতের আঁধারে গোপনে মাটি কাটছেন।

‎‎সবচেয়ে বড় আকারে মাটি কাটার কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছেন উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের মৃত রহিম বক্স মণ্ডলের ছেলে মাটি ব্যবসায়ী আরশেদ আলী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এক্সকাভেটর মেশিন দিয়ে আবাদি ফসলি জমির মাটি কেটে ইটভাটাসহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে আসছেন।

‎‎স্থানীয়দের অভিযোগ, আরশেদ আলী আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় নেতা এবং আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী নেতার আত্মীয় হওয়ায় দীর্ঘ এক যুগ ধরে এই অবৈধ মাটির ব্যবসা করলেও আজ পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

‎‎আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দিনের বেলায় মাটি কাটা কিছুটা বন্ধ রাখলেও তিনি প্রতিদিন রাতের আঁধারে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মাটি বহনকারী ট্রাক ও ট্রলির বিকট শব্দে রাতভর এলাকার মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারছেন না।

‎‎গত সোমবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে হাটবোয়ালিয়া সড়কের মালশাদহ ও গোপালনগর নামক স্থানে সড়কের ওপর এক ড্রাম কাদামাটি পড়ে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন পথচারী ও যানবাহন চালকরা।

‎‎পরে খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সড়ক থেকে কাদামাটি অপসারণ করে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।

‎‎এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেনি।

‎‎স্থানীয় সচেতন মহল দ্রুত অবৈধ মাটি কাটা বন্ধে প্রশাসনের কার্যকর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে হারানো ৯২টি মোবাইল ও ৫৫ হাজার টাকা মালিকের হাতে তুলে দিল পুলিশ

মেহেরপুর পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের উদ্যোগে উদ্ধারকৃত হারানো মোবাইল ফোন ও অনলাইনে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ হস্তান্তর করা হয়। উদ্ধারকৃত ৯২টি মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ ভুক্তভোগীদের হাতে তুলে দেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় সাইবার সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে আমরা কেউই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও সাইবার স্পেসের বাইরে নই। তাই নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সবাইকে আরও সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। তিনি পুরাতন মুঠোফোন কেনার ক্ষেত্রে অবশ্যই মোবাইলের বক্স ও ক্যাশ মেমো সংগ্রহের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি অনলাইনে প্রতারণা এড়াতে বিকাশ, নগদ বা অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের ওটিপি কারও সঙ্গে শেয়ার না করার আহ্বান জানান। অনলাইনে কোনো কিছু ক্রয়ের আগে অভিজ্ঞজনের সঙ্গে পরামর্শ করার কথাও বলেন তিনি।

পুলিশ সুপার আরও জানান, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে জেলা পুলিশের এ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। একটি সুষ্ঠু, নিরাপদ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে যেকোনো ধরনের অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, মেহেরপুর জেলার তিন থানায় সাধারণ ডায়েরিভুক্ত

সর্বমোট ৯২টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি ভুলবশত অন্য নম্বরে চলে যাওয়া এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ ও বিকাশের মোট ৫৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও ১৩টি ফেসবুক আইডি রিকোভারি করা হয় এবং বিভিন্ন থানায় নিখোঁজ ব্যক্তি ও ভিকটিম উদ্ধারে সহায়তা দিয়ে ৪ জন ভিকটিম উদ্ধার করা হয়।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল বিভিন্ন ক্রুপেস মামলার রহস্য উদঘাটন ও আসামি গ্রেপ্তারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। হারানো মোবাইল উদ্ধার করে ভুক্তভোগীদের মুখে হাসি ফোটাতে সেলটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিন্যান্স) মোহাম্মদ আতিকুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ মেহেদি হাসান দিপু, ওসি (ডিবি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীসহ জেলা পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা।

গাংনীতে জলাতঙ্ক ভ্যাকসিনের তীব্র সংঙ্কট

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জলাতঙ্কের (র্যাবিস) ভ্যাকসিন না থাকায় কুকুর ও বিড়ালের কামড়ে আক্রান্ত রোগীরা চরম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়েছেন।

কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হোসাইন মোহাম্মদ জানান, আজ থেকে ১৬ দিন আগে একটি ক্ষ্যাপা কুকুর তার পায়ে কামড় দেয়। পরে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে গেলে কর্মরত চিকিৎসকরা তাকে জানান, সরকারি ভাবে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিনের সরবরাহ নেই।

পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে তিনি কুষ্টিয়ার একটি ফার্মেসি থেকে ভ্যাকসিন

সংগ্রহ করেন। তিনি বলেন, সরকারি হাসপাতালে যখন ভ্যাকসিন নেই, তখন ফার্মেসিগুলো কীভাবে এই ভ্যাকসিন পাচ্ছে এটাই আমার প্রশ্ন।

গাংনী উপজেলার কাথুলী গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য ভাবিরন নেছা জানান, একই গ্রামের মৃত রজব মালিথার স্ত্রী মহিলা খাতুন এবং কাসরুল ইসলামের এক শিশুপুত্রকেও ক্ষ্যাপা কুকুর কামড় দেয়। তাদের পরিবারের লোকজন মেহেরপুর সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, সরকারি ভাবে ভ্যাকসিনের কোনো সরবরাহ নেই।

পরে গ্রামের এক ইউপি সদস্যের আর্থিক সহযোগিতায় বাইরে থেকে ফার্মেসি থেকে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে তাদের দেওয়া হয়। ভাবিরন নেছা আরও বলেন, অনেক অসহায় পরিবার ভ্যাকসিন কিনতে না পারায় এখনো মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছে।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, সরকারি হাসপাতালগুলোতে ভ্যাকসিনের সংকটের কারণে সাধারণ মানুষ মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে। তিনি দ্রুত সরকারি হাসপাতালে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহ আল আজিজ জানান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ভ্যাকসিনের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। খুব দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ভ্যাকসিন না থাকায় কুকুর ও বিড়ালের কামড়ে আক্রান্ত রোগীরা বর্তমানে চরম ভোগান্তিতে রয়েছেন।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার দিনব্যাপী পিএসকেএস সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত পিকেএসএফ ও অরবিস এর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের সাহেবনগর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ১৭৭ জনকে পরিক্ষা করে ৮৮ জন ছানি রোগী চিহ্নিত করা হয়েছে। আগামী ২৬ জানুয়ারি মেহেরপুর মক্কা চক্ষু হসপিটালে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হবে।

রোগী শনাক্ত করেন, মক্কা হসপিটালের চিকিৎসক শাহরিয়ার ইসলাম। ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পরিচালক কামরুল আলম সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

গাংনীর বামুন্দী বাজারে গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী বাজারে অকটেন, পেট্রোল ও গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। জনবসতি এলাকায় দাহ্য পদার্থের অবৈধ ব্যবসা বন্ধের দাবিও উঠেছে।

জানা গেছে, বামুন্দী বাজারের জনতা ব্যাংকের নিচে অবস্থিত সামিয়া ট্রেডার্স (প্রোপাইটর আব্দুল আল হোসেন ওরফে মিঠু), যিনি যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেডের ডিলার এবং বামুন্দী বাজারের মেসার্স আছিয়া এন্টারপ্রাইজ-এর মালিক মোখলেসুর রহমানের বিরুদ্ধে জনবসতি এলাকায় খোলা বাজারে একই স্থানে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস সিলিন্ডার মজুত ও বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

আজ রবিবার সকালে সামিয়া ট্রেডার্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে বাজারের জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সাধারণ ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে ছুটাছুটি শুরু করেন। খবর পেয়ে বামুন্দী ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, জনবসতি এলাকায় এ ধরনের দাহ্য পদার্থের

দোকান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তারা এসব দোকান অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানান। অভিযোগ রয়েছে, ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে জনবসতি এলাকায় অবৈধভাবে এসব ব্যবসা পরিচালনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

এ বিষয়ে বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, বিস্ফোরক অধিদপ্তরের নির্দেশনা অমান্য করে খোলা বাজারে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করা হচ্ছে, যা জনবসতি এলাকায় সম্পূর্ণ অবৈধ। তিনি এ বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের কাছে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

বামুন্দী বাজারের হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী মেহেরুল্লাহ বলেন, আজকের অগ্নিকাণ্ডে আল্লাহর রহমতে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। তবে জনবসতি এলাকায় এ ধরনের অবৈধ ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টি প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গুরুত্বসহকারে দেখা উচিত।

জনতা ব্যাংক বামুন্দী শাখার ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেন বলেন, যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বলে দাবি করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের নির্ধারিত সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে ব্যবসা করা উচিত। তিনি আরও বলেন, আগুন ছড়িয়ে পড়লে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গ্রাহকদের প্রাণহানির পাশাপাশি ব্যাংকের কোটি কোটি টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত। প্রতিষ্ঠানটি নিরাপদ স্থানে হলে ভালো হতো বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এ বিষয়ে সামিয়া ট্রেডার্সের মালিক আব্দুল আল হোসেন (মিঠু) বলেন, তিনি জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে লাইসেন্স নিয়েছেন। তবে তিনি লাইসেন্স দেখাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, কোথায় কীভাবে ব্যবসা করবেন তা তার ব্যক্তিগত বিষয়। অগ্নিকাণ্ডে কোনো ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি তিনি শুনেছেন। বামুন্দী ফায়ার সার্ভিসকে ঘটনাটি খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জনবসতি এলাকায় বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স রয়েছে কি না তা যাচাই করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয়

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে অবৈধ ইটভাটার ৫ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে গাংনী উপজেলার বামন্দী এলাকায় অবস্থিত আরএফএল ব্রিকসে ১ লক্ষ ও সদর উপজেলার সুবিদপুর এলাকার খান ব্রিকস এবং মুজিবনগর উপজেলার জবা ব্রিকস ইটভাটায় ৪ লাখ টাকা মোট ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ শনিবার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে আরএফএল ব্রিকসে ফিক্সড চিমনি ব্যবহার এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহারের অপরাধে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)-এর ৬/১৬ ধারায় প্রতিষ্ঠানটিকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এদিকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারী এবং জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর এলাকার খান ব্রিকস এবং মুজিবনগর উপজেলার জবা ব্রিকস নামক ইটভাটায় কোনো ধরনের লাইসেন্স বা অনুমোদন ছাড়াই ইট প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে মাটি কেটে ব্যবহার করছিল, যা ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর ৫ নং ধারার লঙ্ঘন। আইন লঙ্ঘনের দায়ে ওই দুইটি ইটভাটাকে মোট ৪ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে আল হেরা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দুস্থ্যদের মধ্যে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রফেসর মোঃ জাহিদুর রহমান নিজ অর্থায়নে গরীব দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করেছেন।

আল হেরা ফাউন্ডেশনের পরিচালক প্রফেসর মোঃ জাহিদুর রহমান গাংনী উপজেলার নওপাড়া, ভাটপাড়া, ধলা, মাইলমারী, কালিগাংনীসহ বিভিন্ন গ্রামের প্রায় সহস্রাধিক কম্বল বিতরণ করেন। কম্বল বিতরণকালে এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তি উপস্থিত ছিলেন।

জাহিদুর রহমান গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের হাজী আব্দুর রহিমের ছেলে।

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে জাহিদুর রহমান বলেন, আমার এলাকার কোনো শিক্ষার্থী যদি অর্থাভাবে পড়ালেখা করতে পারছেনা, আমার কাছে সহযোগীতা চাইলে আমি তার দায়িত্ব নেব। কোনো মানুষ যদি অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা চালাতে না পারে, তাদের সব ধরনের সহযোগীতা করবো। সুখে-দুঃখে আমার এলাকার মানুষের পাশে থেকে সেবা করতে চাই। শেষে তিনি সকলকে নামাজের জন্য আহ্বান জানান। কম্বল পেয়ে অনেক খুশি অসহায় শীতে কাতর সকলে।